13 FEB

পেনশন না পেয়ে কর্মচারীর মৃত্যু

লাশ নিয়ে বুয়েট ভিসিকে ঘেরাও

যুগান্তর রিপোর্ট

পেনশন না পেয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কর্মচারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু তাহের হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া আরও এক কর্মচারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে রাস্তায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরছেন আরও একজন। শেষ জীবনে পেনশনের অর্থ নিয়ে এমন জটিলতা তৈরি হওয়ার প্রতিবাদে রোববার মৃত কর্মচারীর লাশ নিয়ে কয়েকশ' কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রায় এক ঘণ্টা বুয়েটের ভিসিকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এ সময় তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে কর্তৃপক্ষ দ্রুত পেনশন দেয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষুব্ধরা অবরোধ প্রত্যাহার করে লাশ দাফনের জন্য নিয়ে যান। বিক্ষুব্ধরা জানান, সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রশিদ (প্রশাসনিক) ভবনের সামনে সদ্য অবসরে যাওয়া নিরাপত্তা কর্মচারী আবু তাহেরের জানাজা হয়। এরপর সবাই লাশ নিয়ে ভিসির অফিসের দরজার সামনে বসে যান। এ সময় তারা ঘোষণা দেন, পেনশনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না দিলে তারা যাবেন না। পরে ভিসি সবার সামনে এসে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। ঘটনাস্থলে এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, ২০১১ সালের পর বিভিন্ন সময়ে ৪ জন শিক্ষক ও ২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরির বয়স শেষ হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের চাকরির বয়স বৃদ্ধি করে। এই প্রক্রিয়ায় সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে ওই ৩২ জনই সর্বোচ্চ ৫ বছর অতিরিক্ত চাকরি করেন। এরপর প্রত্যেকে গত বছরের জুনে পিআরএলে (অবসর পরবর্তী ছুটি) যান। কিন্তু সেই থেকে ৮ মাস ধরে এসব শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন পাচ্ছেন না। কোনো বেতনও পাচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতিতে সম্প্রতি বুয়েট কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক বাসা ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দেয়। একপর্যায়ে কর্তৃপক্ষ বাসা ছাড়তে সংশ্লিষ্টদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। একদিকে পেনশন না পাওয়া অপরদিকে বাসা ছাড়তে বলায় মানসিক চাপে পড়ে যান অনেকে। চাপ সইতে না পেরে শনিবার রাত ৩টার দিকে নিরাপত্তাকর্মী আবু তাহের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন। এ ছাড়া নিজামউদ্দিন নামে আরেক কর্মচারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মনোরঞ্জন নামে একজন মালী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। ভুক্তভোগী ৩২ জনের একজন বুয়েটের সাবেক সিনিয়র স্টোর অফিসার হেলাল উদ্দিন সরকার অভিযোগ করেন; মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু তাহের অবসরে যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় ছিলেন। সম্প্রতি ছাড়তে বলা হয়। একপর্যায়ে বাসা না ছাড়লে ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেয়া হয়। একদিকে পেনশন না পাওয়া অপরদিকে অভাবের তাড়না ও চিন্তায় সুস্থ মানুষ হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। তার পরিবার এখন রাস্তার ভিখিরি। এমন অমানবিক কারবার মানতে না পেরে বর্তমান-সাবেক সব কর্মকর্তা-কর্মচারী জানাজার পর প্রশাসনিক ভবনের গেটে অবস্থান নেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ এখন ইউজিসির দোহাই দিয়ে বলছে, ২০১৫ সালের স্কেলে পেনশন পাওয়া যাবে না। আইন নেই। কিন্তু বিগত দিনে যারাই যখন অবসরে গেছেন, তারা তখনকার স্কেলে পেনশন পেয়েছেন। আমরা মূল অবসরকালীন সময়ের পে-স্কেলে পেনশন চাই না। দাবি অনুযায়ী পেনশন পরিশোধ না করলে আগামী মাসে চূড়ান্ত আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যাবে বলে তিনি হুশিয়ারি দেন। এ প্রসঙ্গে জানতে ভিসি অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তার ব্যক্তিগত সচিব (পিএস) কামরুল হাসান ফোন ধরে বলেন, 'স্যার একটি জরুরি মিটিংয়ে আছেন।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত একটি জটিলতা ছিল। তারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসেছিলেন। এটাকে ঠিক বিক্ষোভ বলা যায় না।'

পেনশন জটিলতায় ৩২ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী